بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

মহানবী (সা.)-এর মহান খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) -এর উত্তম গুণাবলীর ঈমান বৃদ্ধিকারী স্মৃতিচারণা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ২৫ নভেম্বর, ২০২২ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর (আই.) বলেন,

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর জীবনীর বিভিন্ন দিক উল্লেখ করা হচ্ছিল। এ প্রসঙ্গে তাঁর মানব সেবা এবং অভাবগ্রস্তদের খাওয়ানোর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ইসলাম গ্রহণের আগেও হযরত আবু বকর (রা.) কুরাইশদের সেরা লোকদের মধ্যে গণ্য হতেন। যে কোন সমস্যায় মানুষ তাঁর সাহায্য নিত। তিনি মক্কায় বড় বড় দাওয়াত ও আতিথেয়তা করতেন। জাহিলিয়াতের যুগে তিনি কুরাইশদের সবচেয়ে বিশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হন। লোকেরা তাদের সমস্যার বিষয়ে তাঁকে উল্লেখ করত। হযরত আবু বকর গরীব-দুঃখীদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন। শীতকালে তিনি কম্বল কিনে অভাবীদের মাঝে বিতরণ করতেন।

একটি রেওয়ায়েতে আছে যে, খলীফার দায়িত্ব গ্রহণের আগে তিনি একটি অজ্ঞাত পরিবারের ছাগলের দুধ দোহন করতেন এবং খলীফা হওয়ার পর তিনি মদীনায় স্থায়ী হওয়া পর্যন্ত ছয় মাস এই খেদমত করে ছিলেন। হযরত উমর (রা.) মদীনার প্রান্তে বসবাসকারী এক বৃদ্ধা ও অন্ধ মহিলার দেখাশোনা করতেন, তিনি তার জন্য পানি আনতেন এবং তার কাজ করে দিতেন। একবার তিনি যখন তার বাড়িতে যান; গিয়ে দেখেন যে তার সব কাজ তাঁর আসার পূর্বেই অন্য কেউ করে চলে গেছে। পরের বার তিনি দ্রুত তার বাড়িতে গিয়ে গোপনে বসে থাকলেন, তিনি দেখলেন যে, হযরত আবু বকর (রা.) সেই বৃদ্ধার বাড়িতে আসতেন, আর সে সময় হযরত আবু বকর ছিলেন খলীফা। এতে হযরত উমর (রা.) বললেন, "আল্লাহ্র কসম! এটা আপনিই হতে পারেন।" এর মানে হল যে আপনিই এই কল্যাণে আমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন।

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবি বকর (রা.) বলেন, একবার রসূলুল্লাহ্

(সা.) বললেন, যার কাছে দু'জনের খাবার আছে সে যেন তৃতীয় জনকেও সাথে নিয়ে যায়, এবং যার চারজনের খাবার থাকে সে যেন পঞ্চমজনকে গ্রহণ করে। হযরত আবু বকর (রা.) তিনজন লোক নিয়ে আসেন এবং আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) দশজনকে নিয়ে আসেন। হযরত আবু বকর মেহমানদের যে খাবার পরিবেশন করেছিলেন তা এতটাই অবশিষ্ট ছিল যে তা আগের চেয়ে তিনগুণ বেশি মনে হচ্ছিল। তখন হযরত আবু বকর (রা.) অবশিষ্ট সেই খাবারটি নবীজির ঘরে নিয়ে গেলেন এবং সেখানেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক সেই খাবার খেয়েছিলেন। মহান আল্লাহ্ তাআলা হযরত আবু বকর (রা.)-এর খাবারে এইভাবে বরকত দান করেছিলেন।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন যে, হযরত আবু বকর (রা.) এর পুত্র আব্দুর রহমানও খেলাফতের যোগ্য ছিলেন। লোকেরা বলল যে, তাঁর স্বভাব হযরত উমরের চেয়ে কোমল এবং তাঁর যোগ্যতা তাঁর চেয়ে কম নয়। আপনার পরে তাঁর খলীফা হওয়া উচিত। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.) -এর মধ্যে স্বভাবগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও হযরত আবু বকর হযরত উমর (রা.)-কেই খেলাফতের জন্য বেছে নেন। তাই হযরত আবু বকর (রা.) খিলাফত থেকে ব্যক্তিগত কোনো সুবিধা না পেলেও মানুষের খেদমতের তিনি মহান চিন্তা করতেন। সূফীদের একটি রেওয়ায়েত আছে যে, হযরত উমর (রা.) হযরত আবু বকরের এক ক্রীতদাসকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মনিব কী ধরনের কাজ করেছেন যাতে আমিও একই কাজ করতে পারি। গোলাম বলেন, হযরত আবু বকর প্রতিদিন রুটি নিয়ে অমুক স্থানে যেতেন। তখন হযরত উমর (রা.) সেই ক্রীতদাসকে নিয়ে সেখানে খাবার নিয়ে গেলেন এবং দেখলেন, এক পঙ্গু অন্ধ যার হাত-পা নেই সে একটি গুহায় বসে আছে। হযরত উমর (রা.) তার মুখে খাবারের একটি টুকরো রাখলেন, তখন সেই অন্ধ কাঁন্না শুরু করলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ হযরত আবু বকর (রা.)-এর প্রতি কৃপা করুন, তিনি অত্যন্ত পুণ্যবান মানুষ ছিলেন।' হযরত উমর (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন আপনি কিভাবে জানলেন যে আবু বকর মারা গেছেন? তিনি বললেন, আমার মুখে কোনো দাঁত নেই, তাই আবু বকর (রা.) খাবারের টুকরোগুলি চিবিয়ে আমার মুখে দিতেন। কিন্তু খাবারটা আজ কঠিন, তাই মনে হল আজ অন্য কেউ আছে যে আমার মুখে খাবার দিল। আবু বকর (রা.) এর অন্যথা কখনো করতেন না, আজ যখন তা হয়েছে তখন বুঝে গেছি নিশ্চয়ই আবু বকর (রা.) আর এই পৃথিবীতে নেই। তাহলে হযরত আবু বকর (রা.) রাজত্ব থেকে কী পেয়েছেন? তা ছিল সেবা থেকে পাওয়া একটি স্বতন্ত্রতা মাত্র।

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেন, আল্লাহর হক ও বান্দার হক শরিয়তের দুটি অংশ। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখুন সারা জীবন তিনি খেদমতে কাটিয়েছেন। হযরত আবু বকর (রা.) একজন বৃদ্ধাকে হালুয়া খাওয়ানো নির্ধারিত করে রেখেছিলেন। বিবেচনা করে দেখুন এসব কেমন অঙ্গীকার ছিল। হযরত আবু বকর মারা গেলে সেই বৃদ্ধা বললেন আবু বকর আজ ইন্তেকাল করেছেন। প্রতিবেশীরা জিজ্ঞেস করল একথা তার ইলহাম হয়েছে কিনা। তিনি বললেন 'না। বরং আজ আবু বকর হালুয়া আনেননি, সে কারণে বুঝতে পারলাম যে তিনি আজ মারা গেছেন।' অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই হালুয়া না পৌঁছানো জীবনে সম্ভব ছিল না। সেবার চেতনা কেমন ছিল দেখুন, এই ভাবেই সবাইকে মানবসেবা করে যাওয়া উচিত।

হযরত আবু বকর ছিলেন সাহসিকতা ও বীরত্বের প্রতীক। তিনি ইসলামের স্বার্থে বা মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসার জন্য বড় বড় ঝুঁকিকেও ধর্তব্যের মধ্যে আনতেন না। মক্কার জীবনে যখন তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কোনো ক্ষতি বা বিপদের সম্ভাবনা দেখতেন, তখন তাঁকে রক্ষা করার জন্য তিনি তাঁর (সা.)-এর সামনে প্রাচীর হয়ে দাঁড়াতেন। । **শে'ব-এ আবি তালিবে** যখন তিন বছর অবরোধের সময় এল, তখন তিনি (রা.) সেখানে অটল ও দৃঢ়তার সাথে অবস্থান করেছিলেন। হিজরতের সময়ও মহানবী (সা.)-এর সাহচর্য ও সান্নিধ্যের গৌরব তিনি অর্জন করেছিলেন, যদিও তার জীবন বিপদে ছিল। যতগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, তাতে তিনি শুধু অংশগ্রহণই করেননি, মহানবী (সা.)-কে রক্ষার দায়িত্বও পালন করেছেন।

হযরত আলী (রা.) একবার লোকদের জিজ্ঞেস করলেন কে সবচেয়ে সাহসী, তখন লোকেরা বলল যে, এটা আপনি। কিন্তু হযরত আলী (রা.) বললেন যে আবু বকর (রা.) সবচেয়ে সাহসী ছিলেন। কারণ বদর যুদ্ধে হযরত আবু বকর (রা.) উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে মহানবী (সা.)- এর কাছে এসে দাঁড়ালেন, যাতে মুশরিকরা তাঁর (সা.)-এর কাছে পৌঁছানোর আগেই আবু বকর (রা.)- এর সাথে তাদের মোকাবেলা করতে হয়। অনুরূপভাবে উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর শাহাদাতের গুজব ছড়িয়ে পড়লে হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে ভিড় ভেদ করে সর্বপ্রথম পৌঁছে যান। কথিত আছে যে, সে সময় মহানবী (সা.)-এর সাথে মাত্র এগারোজন সাহাবী ছিলেন, যাদের মধ্যে হযরত আবু বকরের নামও আসে। উহুদ যুদ্ধে হযরত আবু বকর (রা.)ও ছিলেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন সৈন্যের একজন, যারা মহানবী (সা.)-এর পাহারায় ঘাটিতে ছিলেন। খান্দকের যুদ্ধেও তিনি মহানবী (সা.)- এর সাথেই ছিলেন। হুদায়বিয়ার শান্তি চুক্তি উপলক্ষ্যে যাঁরা আনুগত্যের শপথ (বয়াত) গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে তো তিনি ছিলেনই, কিন্তু চুক্তিটি লেখার সময় হযরত আবু বকর (রা.) ঈমানে বলীয়ান বীরত্ব; সাহস, আনুগত্য ও নিষ্ঠা এবং রসূল (সা.)-এর প্রতি ভালবাসার যে দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিলেন, হযরত উমর (রা.) পরবর্তী জীবনে তিনি তা কখনও বিস্মৃত হয়ে যাননি।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, একবার কাফেররা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর গলায় বেল্ট বেঁধে জোরে টানতে লাগলো। হযরত আবু বকর (রা.) বিষয়টি জানতে পেরে ছুটে এসে কাফেরদের সরিয়ে দিয়ে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা কি আল্লাহ্‌কে ভয় কর না? তোমরা একজনকে মারছ শুধুমাত্র এই জন্য যে সে বলে যে আল্লাহ্ আমার প্রভু। তিনি তোমাদের কাছে কোন সম্পত্তি চান না, তাহলে তোমরা কেন তাঁকে আঘাত করছ?

সাহাবায়ে কেরাম বলেন, আমরা আমাদের সময়ে হযরত আবু বকরকে সবচেয়ে সাহসী ব্যক্তি মনে করতাম, কারণ শত্রুরা জানত যে, যদি তারা মুহাম্মদ (সা.) কে হত্যা করে তাহলে ইসলামের অবসান ঘটবে এবং আমরা দেখেছি যে হযরত আবু বকর সর্বদা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পাশে দাঁড়াতেন। যাতে শত্রুরা যদি আক্রমণ করে তবে তাদের সামনে নিজের বুক পেতে দিতে পারেন।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, জিব্রাইল যেমন রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে জেরুজালেম সফরে ছিলেন, তেমনি আবু বকর (রা.) হিজরতের সময় তাঁর (সা.)-এর সঙ্গে ছিলেন। তিনি সেভাবেই মহানবী (সা.)-এর অনুগত ছিলেন, যেভাবে জিব্রাইল সর্বশক্তিমান খোদার কর্তৃত্বে কাজ করেন। 'জিব্রাইল' শব্দটির অর্থ হল সর্বশক্তিমান খোদার কুস্তিগীর। হযরত আবু বকর (রা.)ও আল্লাহ্‌র বিশেষ বান্দা ছিলেন এবং দ্বীন ইসলামের জন্য একজন নির্ভীক যোদ্ধা ছিলেন। মহানবী (সা.) তাঁর মৃত্যুর পূর্বে হযরত আয়েশা (রা.) কে বলেছিলেন যে, "আমার অন্তরে বারবার এই ইচ্ছা জাগে যে, আমি যেন লোকেদের বলি, তারা আমার পরে আবু বকরকে খলীফা নিযুক্ত করুক, কিন্তু তারপর আমি বিরত হলাম, কারণ আমার হৃদয় জানে যে, আমার মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তাআলা এবং তাঁর বিশ্বস্ত বান্দারা আবু বকর ছাড়া আর কাউকে খলীফা নিযুক্ত করবেন না।" বাস্তবেও এমনটাই ঘটে।

হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর জীবনে যা করেছেন, তা তাঁরই সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল, অন্য কোনো ব্যক্তি সেই কাজটি করতে পারেনি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু মনের মানুষ, কিন্তু মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর যখন কিছু লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করে, সেসময় যখন প্রায় পুরো আরব মুরতাদ হয়ে গেল এবং এমন সংকটময় সময়ে হযরত উমর (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবীরাও একই কথা বললেন যে, তাদের নম্র হতে হবে। প্রথমে কাফেরদের বশীভূত করা হোক এবং তারপরে তারা এটি ঠিক করবেন। কিন্তু আবু বকর বললেন, 'ইবনে কাহাফার কী সাহস আছে হুযুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা প্রদত্ত আদেশ পরিবর্তন করার? আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব যতক্ষণ না এরা পূর্ণ যাকাত দেবে।" তখন সাহাবায়ে কেরাম বুঝতে পেরেছিলেন

যে, আল্লাহ্‌র সৃষ্ট খলীফার কত সাহস ও দৃঢ়তা। অবশেষে হযরত আবু বকর (রা.) তাদের বশীভূত করেন এবং তাদের কাছ থেকে যাকাত নিয়ে ছাড়েন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেনঃ সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা দেখুন, পরীক্ষার সময় এলে তারা যা কিছু ছিল তা আল্লাহ্‌র পথে দান করেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) একটি কম্বল পরিধান করে আসেন, অর্থাৎ তিনি একটি মাত্র কম্বল পরিধান করেন এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় সবকিছু দান করেন, তখন আল্লাহ্‌ও তাঁকে পুরস্কৃত করেন। অতএব, এটাই প্রকৃত পুণ্য যে ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা হলে তার প্রতিদানে কল্যাণ ও আধ্যাত্মিক আনন্দ লাভ করা যায়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) পরিশেষে বলেন, অবশিষ্ট স্মৃতিচারণ আগামীতে করা হবে। ইনশাআল্লাহ্।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

** নাযারত নশরও এশায়াত কাদিয়ান থেকে বাংলা অনুবাদ কুরআন, ইসলামি নীতি দর্শন এবং সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) প্রণীত অনন্য সাধারণ যুগোপযোগী গ্রন্থ সোশাল মিডিয়া, পর্দা , পারিবারিক সমস্যাবলী এবং এর সমাধান' সহ ৪৮টি বাংলা পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। সম্পূর্ণ তালিকা এবং পুস্তকগুলি কেনার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা ইনচার্য সাহেবদের সাথে যোগাযোগ করুন। ধন্যবাদ - বাংলা ডেস্ক, কাদিয়ান**

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
25 November 2022
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in